দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ..05 JUL 1997
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭

শিক্ষা সঙ্কোচনের পথে অগ্রসর হচ্ছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়

মোঃ আব্দুর রহিম ।। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড এবং ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বোর্ড গত এক বছরে শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়নের পরিবর্তে প্রশাসনিক ব্যর্থতা প্রদর্শনের মাধ্যমে শিক্ষা সঙ্কোচনের পথে অগ্রসর হচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় গত প্রায় এক বছরে শিক্ষার উন্নয়নের নামে কিছু ভবন নির্মাণ এবং ঐকমত্য সৃষ্টির ব্যবস্থা না করে একটি বিতর্কিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের নামে কেবল সময় অতিবাহিত করছে। এছাড়া শিক্ষা মন্ত্রণালয় শিক্ষার উন্নয়নের নামে উন্নয়ন খাতের অর্থ বিতরণ করে কিছু ভবন তৈরী ছাড়া শিক্ষার উন্নয়নে তেমন উল্লেখ্যযোগ্য কোন ভূমিকা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয় মাধ্যমিক শিক্ষায় প্রতিবাদমুখর পাঠ্যসূচীর বিষয়টি নিয়ে কোন সুরাহা আজও করতে পারেনি বরং এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস এবং এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণে ব্যর্থতা ঢাকতেই সময় ক্ষেপণ করছে।

অপরদিকে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিষয়ে তুমুল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ অবসানকল্পে সকল স্তরের জাতীয়

১১-এর পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন

শিক্ষা সঙ্কোচনের বিরুদ্ধে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

নেতৃবৃন্দকে একত্রিত করে এ বিষয়ে বিতর্কের অবসান ঘটানোর পরিবর্তে শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিতে বিতর্কিত শিক্ষাবিদদেরকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে বলে বহু অভিযোগ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়নকে ঝেটিয়ে বিদায় করে শুধু কেবল বেসরকারী শিক্ষকদের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অনুদানও দেয়া, না দেয়া, সরকারী স্কুল ও কলেজের শিক্ষকদের বদলী, বেআইনী প্রমোশন, ছুটি ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান পরিদর্শনের নামে পরিবার-পরিজন নিয়ে ভ্রমণবিলাসে নিমগ্ন। এ প্রতিষ্ঠানটির অনভিজ্ঞ কর্মকর্তারা পিয়ন কেরানীর উপর নির্ভর হওয়ার কারণে প্রতিষ্ঠানটির সকল কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়েছে। কর্মকর্তাদের কাজ একটিই অর্থাৎ অবৈধ অর্থ রোজগার আর নিজেদের বেতনভাতা বৃদ্ধির বিষয়ে নিরলস শ্রম দেয়া।

অপরদিকে শিক্ষা অধিদপ্তর আগপাছ না ভেবেই গত মার্চ মাসের পর থেকে রাজধানীতে সরকারী স্কুলগুলোতে ডবল শিফটকে এক শিফটের স্কুলে পরিণত করে সরকারী স্কুলের বহু শিক্ষককে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে। তাদের ক্ষোভ মাধ্যমিক শিক্ষক থেকে প্রাইমারী শিক্ষকে পরিণত হওয়ার কারণে। এর ফলে সরকারী স্কুলগুলোতে প্রাইমারী শাখায় শিক্ষকরা পাঠদানে মনোনিবেশ না করে আন্দোলনে যাওয়ার লক্ষ্যে মতবিনিময়ে ব্যস্ত থাকছেন।

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড পূর্বে শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না করে একটি বোধগম্যহীন পাঠ্যসূচী প্রণয়ন করে শিক্ষা সংকোচনের পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করেছে। নতুন পাঠ্যসূচীর বিষয়ে বিজ্ঞান ও অংক শিক্ষকগণ পাঠ্য বিষয়ে জ্ঞান স্বল্পতার কারণে নিজেরাই ছাত্রদের মত অনার্স পাস শিক্ষকদের দরবারে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমতাবস্থায় শিক্ষাদান কার্যক্রম নেহাত দায়সারা গোছের হয়ে গেছে।

ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক বোর্ড গত এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা গ্রহণে চরম ব্যর্থতা দেখিয়েছে। উক্ত দুটি পরীক্ষা যেভাবে অনুষ্ঠিত হয়েছে তাতে মেধা যাচাই সম্ভব হবে না। এসএসসি পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস ও এইচএসসি পরীক্ষা নিয়ম বহির্ভূতভাবে পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের কারণে উক্ত দুটি পরীক্ষা '৭২ সালের পরীক্ষার মত বিতর্কিত হয়ে গেছে।

এমনিভাবে সামগ্রিক ব্যর্থতার মধ্যদিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং এর অধীন শিক্ষা বিভাগসমূহ ছাত্র, শিক্ষক তথা জাতির উপর একটি ব্যর্থ শিক্ষা বছর চাপিয়ে দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ মহলের মতে, শিক্ষা ক্ষেত্রে এসব ঘটনা শিক্ষা সংকোচননীতির সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রেরই অংশ।